দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ SEP 10 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# মাধ্যমিক শিক্ষার হাল

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে না রকম খবর পাওয়া যাইতেছে। খবরগুলি পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে কষ্ট হ না যে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে দেশের বেশীরভাগ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থা দুঃখজনক। কোথাও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদানে শৈথিল কোথাও শিক্ষকদের নিজেদের দলাদলি আবার কোথাও শিক্ষক ও ম্যানেজি কমিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিসংবাদ। ইহার উপর আর্থিক অনিয়ম এবং সরকা কোষাগার হইতে বেতন তুলিতে গিয়া হয়রানি ভোগ ইত্যাদি। পরিণা হইতেছে শিক্ষার মানে ক্রমঅধোগতি।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত করিয়া তোলা শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞানস্পৃহা যতটা জাগাইয়া তুলিতে পারেন ততোটাই তি সফল। ইহার জন্য প্রয়োজন নিবিষ্ট চিত্তে জ্ঞানদানের চেষ্টা করা। শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পাঠদান করা হইলে প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন পড়িতে পা না। এমনি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। চার-পাঁচ দশ আগেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ নিষ্ঠার সঙ্গে ক্লাস নিতেন কোন বিষয়, কোন ছাত্র বা ছাত্রী বুঝিতে পারিতেছে না বলিয়া মনে হই অবসর সময়ে তাহাকে ডাকিয়া নেওয়া হইত। এমনভাবে বুঝাইয়া দেও হইত যে, বাকী জীবনে ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারিত না। এখন অব আমূল পাল্টাইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রভেদে শিক্ষকতা ব্রত হইতে পরিণত হইয়া পেশায়। সবক্ষেত্রে বলা হয়তো ঠিক হইবে না। তবে কোন কোন ক্ষে সম্মানিত শিক্ষকগণ এমনভাবে পাঠ দেন যাহাতে প্রাইভেট পড়া অনিবার্য হই উঠে। ইহাছাড়া পরীক্ষায় ভাল ফল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাইভেট টিউ রাখার মত আর্থিক সামর্থ্য অনেক অভিভাবকের নাই। ফলে তাহাদের মেধা সন্তানদেরও দুর্ভাগ্যজনক মূল্য দিতে হয়।

বর্তমানে ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে শিক্ষকে শিক্ষকে এবং শিক্ষক বন ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে বিরোধ। এই নিয়া মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও বির নয়। নারায়ণগঞ্জ হইতে পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, উক্ত জেল মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা ১শত ৪৬টি। কয়েক বৎসর আগেও এইসব স্কুলে কয়েকটির শিক্ষার মান ছিল গর্ব করার মত। কিন্তু আজ 'কালিদাস শুধু নামে আছে' গর্ব করার কিছু নাই। ইহার মূল কারণগুলি আগেই উল্লেখ ক হইয়াছে। খবরে আরও বলা হয় যে, কোন শিক্ষক যদি নিয়মিত ক্লাস না নে কিংবা আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন তাহা হইলেও কিছু আসে য না যদি তিনি ম্যানেজিং কমিটির কাহারও কাছের লোক বা মতাদর্শের লে হন। না হইলেই যত বিপদ। তখন নাকি ছাত্রদেরও তাহার বিরুদ্ধে উস্কাই দেওয়া হয়। তাহার পক্ষে শিক্ষকতা করা কঠিন হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা কেবল নারায়ণগঞ্জে নয়। সরাইল, কুলিয়ারচর ও নরসিংদীসহ অনে স্থানের অবস্থাই প্রায় অভিন্ন। জানা যায় যে, বিশেষ বিশেষ মহল এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। তাহারা গড়িয়া তুলিতে ইংরাজী মাধ্যম স্কুল। এইসব স্কুলের শিক্ষা ব্যয়বহুল কিন্তু মান মোটেও উ বলা যায় না। অভিজ্ঞ শিক্ষক ছাড়াও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব প্রকট

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, ইহা অতি পুরাতন কথা। পুরাতন ক নূতনভাবে না বলিয়া কেবল এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, দুর্বল ভিত্তির উ শক্তিশালী ইমারত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শিক্ষার মান উন্নত করি হইলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইবে। তাহা করি পারিলেই কেবল জনগণের ট্যাক্সের টাকা হইতে বেতনদানের সার্থক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। তাই বেতন গ্রহণে হয়রানিসহ যাবতীয় অনিয়ম করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।□